জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চাজ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 9th June. 1954 | ৪র্থ সংখ্যা

'সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২.

C. P. SERVICE

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস ঃ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬১ সাল

খোদার কুদরত্

আমরা আমাদের মুসলমান বন্ধুগণকে পবিত্র "ঈদ্ মুবারক" জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিতেছি—শুভ হউক আর অশুভই হউক সকল ঘটনাই দিন-দুনিয়ার মালিক খোদাতাল্লার কুদরত্ অর্থাৎ মহিমাই প্রচার করিতেছে।

অখণ্ড বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর পদে জনাব এ. কে. ফজলুল হক অধিষ্ঠিত হইয়া বাঙলার মধ্যবিত্ত ঋণ-গ্রস্ত হিন্দু মুসলমান জোতদারগণকে অপরিশোধ্য ঋণদায়ে উদ্ধারের আইন প্রণয়ন করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনাধীনে সারা বাঙলার ঋণগ্রস্ত নাচার গৃহস্থগণ যে ঋণ তিন পুরুষে পরিশোধ করিতে পারে নাই, তাহা সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করিয়া আজিও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যখন পাকিস্থানের ধুয়া উঠিল, তখন জনাব ফজলুল হক সাহেবই জোর গলায় বলিয়াছিলেন "পাকিস্থান জিন্দাবাদ।"

জনাব সুরাওয়ার্দ্দী বাঙলার প্রধান উজীর হইয়া "ডাইরেক্ট এক্সন ডে" নামক যে হিন্দুবধ অভিনয় সুরু করিয়া বাঙলার রাজধানী কলিকাতায় দাঙ্গার সৃষ্টি করিলেন, এই দাঙ্গাই হইল পাকিস্থানের উদ্ভবের কারণ।

পাকিস্থান হইল। জনাব ফজলুল হক সাহেব পূর্ব্ব পাকিস্থানে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে এডভোকেট জেনারেল হইলেন। এবং গত সাত বৎসরই তিনি এই অতি বিশ্বাসী আইনজ্ঞের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ হক সাহেবের সহিত সুয়াবর্দ্দী সাহেব তাঁহার আওয়ামী লীগ দলকে মিলিত করিয়া যুক্ত ফ্রণ্ট দল নাম দিয়া শাসন তক্তে অধিষ্ঠিত অত্যাচারী মোসলেম লীগকে গদিচ্যুত করিবার জন্য সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন। মোসলেম লীগের শাসনে অতিষ্ঠ পূর্ব্ববঙ্গ এই সাত বৎসরে অত্যাচারের সম্যক্ জবাব দিল বলহীনের বল ভোট প্রদানে। বলদর্পীর বুলেটের জবাব দিল ব্যালটে। সমস্ত পূর্ব্ব পাকিস্থানে লীগ দল পাইল মাত্র ৯টি পদ আর যুক্ত ফ্রণ্ট পাইল ২২২টি আসন। যুক্ত ফ্রণ্ট দলই শাসন-তক্ত পাইল। জনাব হক সাহেব হইলেন প্রধান মন্ত্রী। যতই নিন্দনীয় হউক না কেন পরাজয়ের প্রতিশোধ কেন্দ্রীয় তক্তে আসীন লীগ দল হক সাহেবকে পাকিস্থানের শত্রু আখ্যা দিয়া স্বগৃহে নজরবন্দী করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জ আদমজী জুট মিলে প্রায় ছয় শতের অধিক মহাপ্রাণী পবিত্র রমজানে দাঙ্গা উপলক্ষে জান দিতে বাধ্য হইয়াছে। গণতন্ত্রের বদলে গবর্ণরের অধীনে সঙীনের শাসন চলিতেছে সমস্ত বড় বড় সহরে গ্রেপ্তারের হিড়িক চলিয়াছে। এই অশান্তির মধ্যে পবিত্র ঈদের নমাজ করিতে হইয়াছে।

চিরাচরিত প্রথামত পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ ঈদ উপলক্ষে সমস্ত পাকিস্থানের জনগণকে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। পবিত্র রমজানে নারায়ণগঞ্জে মুসলমানে মুসলমানে দাঙ্গা হইয়া বহু প্রাণী পয়মাল হওয়ার জন্য আফসোস করিয়াছেন। এ কথাটি কিন্তু বলেন নাই, যে পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যবৃন্দ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। চারি পাঁচ শত দেশসেবক এই পবিত্র রমজানে কারারুদ্ধ হইয়াছেন কাহাদের দ্বারা। সহরে সহরে ১৪৪ ধারা জারী হইয়া লোকের চক্ষে চক্ষে নয়নধারা বহাইতেছে, একথা কিন্তু বলেন নাই বা তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন নাই।

গবর্ণর-জেনারেল সাহেবের "ঈদের মোবারকবাদ" পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের ব্যথাতুর হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করিবে কি না তাহা খোদাতাল্লাই জানেন। কলিকাতার দাঙ্গার প্রধান নায়ক সুরাওয়ার্দী সাহেব তাঁহার "লিভার এবশেস্" চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। সবই দয়াময় খোদার কুদরত্।

শ্রীশ্রীগঙ্গা পূজা

আগামী ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার দশমী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীর দিনে মহারাজ ভগীরথ কপিল মুনির শাপগ্রস্ত সগর বংশীয়গণের উদ্ধারের জন্য গঙ্গা দেবীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন। এই দিবসে গঙ্গা স্নানে কায়িক, বাচনিক ও মানস দশবিধ পাপ মুক্ত হয়। দশবিধ পাপ হরণ করে বলিয়া এই তিথির নাম দশহরা। গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রাচীন কালে কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় যে গান রচনা করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের ভিক্ষুক বৈষ্ণবগণ এই গান গাইতেন। বর্ত্তমানে এ প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে। আমরা গানটি নিম্নে প্রকাশ করিলাম। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়) মহাশয়ও গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নীলকণ্ঠের অনেক পরে হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রা এবং যতি ঠিক রাখিয়া রচনা করিয়াছিলেন। পল্লীকবি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত কবিদ্বয়ের প্রার্থনা দেখিলে মনে হইবে উভয়ের চিত্তবৃত্তির সাদৃশ্য কত।

৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় রচিত গঙ্গার বন্দনা—

রাগিনী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল—একতালা

মাগো সুর-শৈবলিনি, জগত-জননি,
শঙ্কর মৌলি-নিবাসিনী গঙ্গে!
মম পাপাটবী ছেদ মা জাহ্নবি,
কৃপাণ-স্বরূপা কৃপা অপাঙ্গে॥
গোলক-বাসিনি ত্রিলোকারাধিতা,
ত্রিলোকে ত্রিধারা ত্রিলোক পূজিতা,
সর্ব্বতীর্থময়ি সর্ব্বপাপহরা
ভবদারা ভব কলুষ ভঙ্গে॥
বিষ্ণু পাদোদ্ভবা সর্ব্বলোকে গায়,
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য কার্য্যে দেখা যায়,
তোমার জীবনে যদি জীবন যায়,
বিষ্ণুপদ পায় সে জন পাপাঙ্গে॥
কে জানে মা গঙ্গে তব গুণ-গরিমা,
বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নারে সীমা,
আমি জ্ঞানহীন কেমনে কহি মা,
অসীম মহিমা তব ত্রিবাঙ্গে॥
তোমা হীন দেশে হই মহাজন,
অথবা রাজেন্দ্র বহু ধন জন,

সে সুখ সম্পদে নাহি প্রয়োজন,
কামনা নাহি মা সে সুখ সঙ্গে।
তব তীরে হই শরট করট,
কিম্বা নীরে হই কুম্ভীর কমঠ,
সেও ভাগ্য মোর তব সন্নিকট
জন্মি যদি মাগো কীট পতঙ্গে ॥
তব তীরে স্থান, তব নীরে স্নান,
তব জল পান তব রূপ ধ্যান,
যে করে জগতে সেই ভাগ্যবান,
তাই শুনি মাগো পুরাণ-প্রসঙ্গে ॥
কণ্ঠ কহে যেদিন স্মরি অম্বিকায়,
এ দেহ মিশাবে পঞ্চ-ভূতাত্মায়,
সে দিনে এ দীনে রেখো রাঙা পায়,
ভাসে যেন কায় তব তরঙ্গে ॥

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত

গঙ্গা-বন্দনা

ভৈরবী—কাওয়ালী

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যাম বিটপিঘন তট বিপ্লাবিনী
ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।
কত নগ-নগরী তীর্থ হইল তব
চুম্বি চরণযুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব
সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননি, এ ভারতবর্ষে—
কত শত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর
শীতল পুণ্য তরঙ্গে।
নারদ কীর্ত্তন পুলকিত মাধব
বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম কমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জ্জটি
জটিল জটা 'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সমশতধার
জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে,
নামি ধরায় হিমাচল মূলে—
মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি ভব সুখদুঃখ যখন মা,
শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব,
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে,
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি
কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

দণ্ডিত বি. টি. পরীক্ষার্থীদের দণ্ড হ্রাস

বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. টি. পরীক্ষার্থীদের দণ্ড হ্রাস করিয়াছে। গত ১৪ই মে আশুতোষ কলেজ কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া আসার দরুণ যে সমস্ত বি-টি পরীক্ষার্থীকে শাস্তিদান করা হইয়াছিল তাঁহাদের প্রায় ৩৫০ জন "দণ্ড মকুবের" জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট তাঁহাদের আবেদনপত্র গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রায় ৪০০ স্ত্রী-পুরুষ পরীক্ষার্থী এই ঘটনায় জড়িত। এই সমস্ত প্রার্থীদের সম্পর্কে সিণ্ডিকেট এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, তাঁহারা আগামী বৎসর বি-টি পরীক্ষা দিতে পারিবেন, তবে এই বৎসরের পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকিবে। দণ্ডপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁহারা এ বৎসর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা দিয়াছেন, আগামী বৎসর তাঁহাদের আর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে হইবে না।

ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ডের (ভাগাড়ের) পার্শ্বে আইসক্রীমের কল

রঘুনাথগঞ্জ ৫নং ওয়ার্ডে দুইটি আইসক্রীমের কল চলে। একটি শিবমন্দিরের পার্শ্বে ও অপরটি মিউনিসিপালিটির ময়লা ফেলা স্থানের (ভাগাড়ের) পার্শ্বে অবস্থিত। কোনটিতেই টিউব ওয়েল নাই। এই কলে কোন্ জলাশয়ের জল ব্যবহৃত হয় তাহা মালিকপক্ষই জানেন। যেখানে প্রত্যহ শত শত বাকেট ময়লা ফেলা হয় সেস্থানের আবহাওয়া কি দূষিত নহে? এইরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে যাহাতে খাবার জিনিস তৈরী না হয় তৎপ্রতি আমরা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও মহকুমা স্বাস্থ্যপরিদর্শক মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নলকূপ বিশেষ আবশ্যক

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির ৬নং ওয়ার্ড বালিঘাটায় স্বর্গীয় শরদিন্দু প্রামাণিক মহাশয়ের দোকান ঘরের উত্তরে একটি নলকূপ ছিল। বর্ত্তমানে উহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহার নলগুলি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ঐ স্থানে একটি নলকূপের বিশেষ আবশ্যক আছে। যাহাতে নলকূপটি সত্বর বসান হয় তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমমোক্তারনামা খারিজ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৩৫৭ সালের ১৭ই ফাল্গুন ইং ১।৩।৫১ তারিখে আমি একখানি রেজেষ্ট্রীযুক্ত আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া আমার তিন পুত্র শ্রীমান্ পাঁচকড়ি লাল সাহা, শ্রীমান্ নকড়িলাল সাহা ও শ্রীমান্ ছকড়ি লাল সাহাকে আমার সম্পত্তি ও ব্যবসায় আদি তত্ত্বাবধান ও ম্যানেজমেণ্ট জন্য আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। উক্ত আমমোক্তারগণ মধ্যে আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ছকড়িলাল সাহা নানাপ্রকার তঞ্চকতার কার্য্য করিয়া সম্পত্তি ও ব্যবসা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। একারণ আমি তাহাকে আমার সম্পত্তি ও ব্যবসায় আদি তত্ত্বাবধান ও ম্যানেজমেণ্টের কার্য্য হইতে অপসারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমমোক্তারনামায় যে ক্ষমতা দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যাহার করিলাম। ভবিষ্যতে শ্রীমান্ ছকড়িলাল সাহা আমার সম্পত্তি ও ব্যবসা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। যদি অদ্যকার তারিখের পর সে আমার সম্পত্তি ও ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কার্য্য আমমোক্তার স্বরূপে করে তাহাতে আমি বাধ্য হইব না। ইতি

শ্রীযোগিন্দ্রনারায়ণ সাহা
মোং রঘুনাথগঞ্জ।
২।৬।৫৪

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র

২৬শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৬১, ইং ৯ই জুন, ১৯৫৪

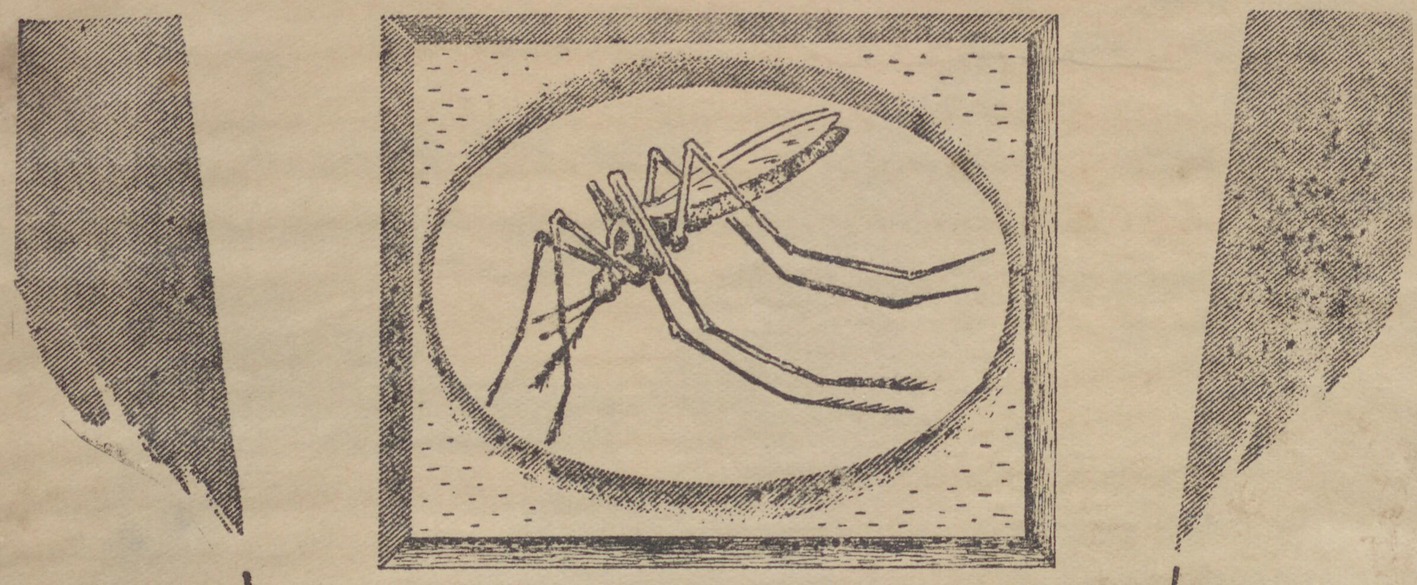

মশা মেরে ম্যালেরিয়া দূর করুন

যিনি ঈশ্বর মহাদয়াময়
দিলেন তুলে এ হাতে
বিস্ময়কর মহাবস্তুটি,
হোক, তাঁরই হোক জয়।

তাঁরই নির্দেশে
খুঁজে খুঁজে ফিরে
অশ্রুজলে ও ঘামে—
রহস্যলোকে পৌঁছে গেলাম শেষে :
বহু প্রাণনাশী মৃত্যুর মহাদেশে
পেলাম প্রাণের মন্ত্র অনেক দামে।

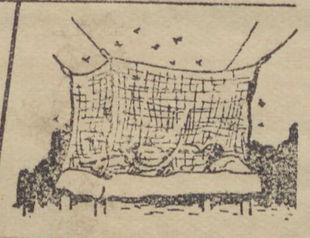

আমি জানি এই ক্ষুদ্র বস্তু
বাঁচাবে অনেক নূতন নূতন প্রাণ :
মৃত্যু, তোমার শক্তি কোথায়,
কবর, তোমার উদ্ধত জয়গান ?
—রোণাল্ড রস্

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৫২ সালে একটি ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়। বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী এবং নদীয়া জেলায় ষোলটি ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে বাড়িতে বাড়িতে ডি ডি টি ছড়ানোর কাজ হচ্ছে। অবশিষ্ট জেলাগুলিতেও এ বছরই এই ধরণের কেন্দ্র খোলা হবে বলে স্থির হয়েছে। এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার ওপর। ম্যালেরিয়া নির্মূল করার অভিযানে সহায়তা করুন।

জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ

MW3

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

কালীমন্দিরের ক্ষতি

বালিঘাটার শ্রীবিদগ্ধগোপাল দাস মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিকটে একটী কালীমন্দির আছে। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অল্পপরিসর রাস্তা দিয়া সরকারী ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির বিরাট মোটর গাড়ী চলাচল করায় গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া মন্দিরের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরটির যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে আমরা পল্লীর জনসাধারণের ও সরকারী ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আমগাছ হইতে পতনে মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ জেলার সাহোড়া হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীবনবিহারী ঘোষ, বি. এস-সি উক্ত গ্রামের একটী আম গাছে আম পাড়িতে গিয়া ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যান। কিছুক্ষণ মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

———

চাঁদা না দেওয়ায় প্রহার

সহযোগী 'রাঢ়-দীপিকা'য় প্রকাশ—রামপুরহাট বাজারপটির ব্যবসায়ী রাম একবাল প্রসাদ ভকত নজরুল জয়ন্তীর চাঁদা দিতে রাজী না হওয়ায় রামপুরহাট আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের কর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছেন। থানায় খবর দেওয়ায় আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামিন দেওয়া হয়। তদন্ত চলিতেছে।

———